ভাগবত-বিচার পাঠ-সহায়িকা

bhagavata.vicara@gmail.com

ক্লাসের অডিও ডাউনলোড করুনঃ

audio.iskcondesiretree.com > More >

Bhagavata Vicara - Bengali

Personal Study Note of
Padmamukha Nimāi Dāsa

mayapurinstitute.org

Search & Connect with us online…

৩য় স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়– বিশ্বরূপের সৃষ্টি

৩.৬ বিশ্বরূপের সৃষ্টি

- **১-১০: বিশ্বরূপের বৃদ্ধি**
  - সৃষ্টির প্রক্রিয়া প্রসুপ্ত অবস্থায় দেখে কালীশক্তিসহ ভগবান ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বসমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে বিরাটরূপের প্রকাশ হয়
- **১১-২৬: ভগবানের বিশ্বরূপ থেকে বিভিন্ন দেবতাদের প্রকাশ**
  - বিরাটরূপ থেকে বিভিন্ন দেবতাদের প্রকাশ
- **২৭-৩৪: লোকসমূহ, জীব এবং বিভিন্ন বর্ণসমূহের বৃদ্ধি**
  - ২৭-২৯: ত্রিলোক এবং তাদের অধিবাসীগণ
  - ৩০-৩৩: চতুর্বর্ণ
- **৩৫-৪০: অচিন্ত্য ভগবানের মহিমা বর্ণনায় মৈত্রেয় মুনির নিজেকে অযোগ্য বিবেচনা**
  - ৩৫ - বিরাটরূপের মাহাত্ম্য কেউই নিরূপণ করতে পারেন না
  - ৩৬ - ভগবানের মহিমা কীর্তন করার অনুপ্রেরণা
  - ৩৭ - মানবজীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি
  - দেবতাগণ, ব্রহ্মা এবং এমনকি ভগবান নিজেও তাঁর মহিমার সীমা খুঁজে পান না; তিনি বাক্য, মন এবং অহঙ্কারের অতীত

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথা সার

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'শ্রী গৌড়ীয় ভাষ্য' থেকে সংকলিত

ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তর্য্যামীর দ্বারা আবিষ্ট মহত্তত্ত্বাদি দেবগণের বিরাট মূর্তির সৃষ্টি এবং সেই বিরাট দেহেই অধিদৈবাদি ভেদের বিষয় কীর্তিত হয়েছেন। মৈত্রেয় মুনি বিদুরকে বললেন, "অন্তর্যামী পুরুষ মহত্তত্ত্বাদির পরস্পর অমিলিত ভাব শ্রবণ করে একই সময়ে ত্রয়োবিংশতি ভক্তগণের অন্তরে প্রবেশপূর্বক তাদেরকে সংযুক্ত করলেন। তাতে ঐ সকল তত্ত্ব ক্রিয়া শক্তির সাথে প্রকাশিত হয়ে চরাচর লোকের অবস্থান স্বরূপ বিরাট দেহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হল। ঐ বিরাট মূর্তি জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও আত্মশক্তি দ্বারা এক দশ ও তিন প্রকারে বিভক্ত করলেন। এই বিরাট পুরুষই নিখিল জীবের আত্মার অংশ ও পরমাত্মার আদ্য অবতার। সেই বিরাট পুরুষের মুখে স্বশক্তিক লোকপালকসমূহ বাকশক্তির, তালু-মূলে বরুণ আস্বাদন শক্তির, নাসিকায় অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঘ্রাণ শক্তির, চক্ষুগোলকে সূর্য দর্শন শক্তির, ত্বকে বায়ু স্পর্শ জ্ঞানের, কর্ণদ্বয়ে দিকসমূহ শব্দজ্ঞানের, রোমকূপে ঔষধি সমূহ কণ্ডুয়ন জ্ঞানের, উপস্থেন্দ্রিয়ে প্রজাপতি জড়ানন্দানুভূতির, পায়ু ইন্দ্রিয়ে মিত্রে উৎসর্গাদি কার্য্যের, হস্তদ্বয়ে ইন্দ্র জীবিকা শক্তির, পদযুগলে বিষ্ণু গমন রূপ অংশের সাথে দেশান্তর গমনাগমন শক্তির, বুদ্ধিতে বাকপতি জ্ঞাতব্য বিষয়ের, হৃদয়ে চন্দ্রমা সংকল্পাদি ক্রিয়া শক্তির, অহংকারে রুদ্র অভিমন্তব্য শক্তির, চিত্তাস্পদে মহত্তত্ত্ব বিজ্ঞান শক্তির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বরূপে প্রবিষ্ট হওয়ায় সেসব শক্তির কার্যসমূহ প্রকাশিত হল। বিরাট পুরুষের মস্তক হতে স্বর্গ, পদদ্বয় হতে পৃথ্বি, নাভি হতে বেদ এবং ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হলেন; ভগবদুন্মুখ ও বেদোন্মুখ বলেই ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাহুযুগল হতে পালনরূপা বৃত্তি ও তদানুসৃত ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হতে লোকবৃত্তি কারী কৃশ্যাদি ও বৈশ্যবর্ণ, পদদ্বয় হতে বর্ণাশ্রম সিদ্ধির জন্য পরিচর্যাবৃত্তি ও শূদ্র উৎপন্ন হল। সেবাবৃত্তিই হরিতোষণের কারণ। হে বিদুর ! আমি শ্রী গুরু মুখ শ্রুত হরিকথা যোগ্যতানুসারে যতটুকু ধারণ করতে পেরেছি তা কীর্তন করে আত্মার শোধন করছি। উত্তমশ্লোকের গুণকীর্তনই পুরুষগণের বাক্যের পরম লাভ; তা কৈবল্যসুখকেও অতিক্রম করে। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের কীর্তিত হরিকথাতে কর্ণ নিয়োগ করাই কর্ণের সার্থকতা। ভগবানের অবিচিন্ত্য ঐশ্বর্যাদি রূপ ব্রহ্মারও দুরবগাহ; এমন কি স্বয়ং ভগবানও স্বীয় অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপৈশ্বর্যকে পরিচ্ছিন্ন করেন না, অপরের কি কথা ? অতএব সেই অচিন্ত্য মহিমাযুক্ত ভগবানকে নমস্কার।

১-১০: বিশ্বরূপের বৃদ্ধি

🕮 ৩.৬.১ — ভগবানের বিশ্ব রচনার প্রসুপ্ত ভাব শ্রবণ –

মৈত্রেয় ঋষি বললেন- এইভাবে ভগবান মহত্তত্ত্ব আদি তাঁর নিজস্ব শক্তির পরস্পর অমিলিতভাবে অবস্থানের জন্য বিশ্ব রচনার প্রসুপ্ত ভাব শ্রবণ করলেন।

🕮 ৩.৬.২ — দেবী কালীসহ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের অভ্যন্তরে ভগবানের প্রবেশ –

পরম শক্তিমান ভগবান তখন দেবী কালীসহ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এই কালী তাঁর বহিরঙ্গা প্রকৃতি, যিনি বিভিন্ন উপাদানগুলিকে সংশ্লিষ্ট করেন।

❁ **তাৎপর্য বিচার –**

- **২৩ টি উপাদান →** ৫ টি মহাভূত[*] + ৫ টি তন্মাত্র[†] + ৫ টি জ্ঞানেন্দ্রিয়[‡] + ৫ টি কর্মেন্দ্রিয়[§] + মন + মহতত্ত্ব + অহঙ্কার
- **বোধগম্যতা – কালী শক্তির বর্ণনা ...[**]**

---

[*] পঞ্চমহাভূত – মাটি, জল, বায়ু, আগুন, আকাশ।

[†] পঞ্চতন্মাত্র – শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।

[‡] পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় – চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক।

[§] পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় – বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু।

[**](...) এই পাঠ সহায়িকাতে তিনটি বিন্দুর দ্বারা বোঝান হচ্ছে যে এই বিষয়টি শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্যে আর বিষদভাবে বর্ণীত আছে।

📖 ৩.৬.৩ — তখন সমস্ত জীবের কার্যকলাপে প্রবৃত্তি –

তারপর পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁর শক্তির দ্বারা ঐ সমস্ত তত্ত্বে প্রবেশ করলেন, তখন সমস্ত জীব বিভিন্ন কার্যকলাপে প্রবৃত্তি হল, ঠিক যেমন মানুষ ঘুম থেকে উঠে কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

❁ তাৎপর্য বিচার –

- **বোধগম্যতা** – প্রলয়ের পর জীবের অবস্থা...[††]

📖 ৩.৬.৪ — ভগবানের বিশ্বরূপ সৃষ্টি –

যখন ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বসমূহ ভগবানের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সক্রিয় হয়েছিল, তখন ভগবানের বিশ্বরূপ সৃষ্টি হয়েছিল।

❁ তাৎপর্য বিচার –

- **বোধগম্যতা** – বিরাটরূপ চিদাকাশে ভগবানের নিত্যরূপ নয়; এটি ভগবানের একটি জড় প্রকাশ।

📖 ৩.৬.৫ — উপাদানগুলির বিরাটরূপে পরিণতি –

ভগবান যখন তাঁর অংশের দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টির উপাদানে প্রবেশ করলেন, তখন সেইগুলি বিরাটরূপে পরিণত হল, যাতে সমস্ত লোকসমূহ এবং চরাচর জগৎ অবস্থান করে।

❁ তাৎপর্য বিচার –

- **সিদ্ধান্ত** – চিন্ময় স্পর্শ ব্যাতীত জড় পদার্থের বৃদ্ধি বা হ্রাস হতে পারে না।
- **বোধগম্যতা** – দৃষ্টান্ত (জীবিত দেহের বৃদ্ধি হয় কিন্তু মৃত দেহের বৃদ্ধি হয় না।)

📖 ৩.৬.৬ — সমস্ত জীবসহ বিরাট পুরুষের এক হাজার দিব্য বৎসর ব্রহ্মাণ্ডের জলে বাস –

হিরণ্ময় নামক বিরাট পুরুষ এক হাজার দিব্য বৎসর ব্রহ্মাণ্ডের জলে বাস করেছিলেন, এবং সমস্ত জীবেরাও তাঁর সঙ্গে শায়িত ছিল।

❁ তাৎপর্য বিচার – সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ধারা...

📖 ৩.৬.৭ — বিরাটরূপে স্বয়ং নিজেকে তিনটি শক্তিতে বিভাজন –

মহত্তত্ত্বের সমগ্র শক্তি, বিরাটরূপে স্বয়ং নিজেকে জীবের জ্ঞান-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি এবং আত্ম-শক্তিতে বিভক্ত করে, পুনরায় সেগুলিকে যথাযথভাবে এক, দশ এবং তিন প্রকারে বিভক্ত করলেন।

❁ তাৎপর্য বিচার – চেতনা ...[‡‡]

- চেতনার ক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হয় ? (তার দশ রকম প্রকাশ)...
- ব্যষ্টি চেতনা এবং ভগবৎ চেতনার সংযুক্তি...
- চেতনার প্রকারভেদ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক)...

📖 ৩.৬.৮ — বিরাট পুরুষের স্বরূপ –

বিরাট পুরুষ পরমাত্মার প্রথম অবতার এবং অংশ। তিনি অসংখ্য জীবাত্মার আত্মা, এবং তাঁর মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি বিরাজ করে, যা এইভাবে সংবর্ধিত হয়।

📖 ৩.৬.৯ — তিন, দশ এবং একের দ্বারা বিরাট পুরুষের প্রতিনিধিত্ব –

তিন, দশ এবং একের দ্বারা বিরাট পুরুষের প্রতিনিধিত্ব হয়, অর্থাৎ তিনিই শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়। তিনিই দশ প্রকার প্রাণশক্তির দ্বারা চালিত সমস্ত গতিবিধির নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি, এবং তিনিই এক হৃদয়, যেখানে প্রাণশক্তি উৎপন্ন হয়।

[††] †† (...) এই পাঠ সহায়িকাতে তিনটি বিন্দুর দ্বারা বোঝান হচ্ছে যে এই বিষয়টি শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্যে আর বিষদভাবে বর্ণীত আছে।

[‡‡] এখানে কেবলমাত্র তাৎপর্য থেকে মূল বিষয়গুলির একটি ইঙ্গিত বা আভাস দেয়া হয়েছে। এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্যে দেখুন।

❁ তাৎপর্য বিচার –

- **অনুচ্ছেদ ১ – স্থূল ও সূক্ষ জড় শরীর**
  - স্থূল জড় শরীর – মাটি, জল, বায়ু, আগুন ও আকাশ।
  - সূক্ষ্ম জড় শরীর – মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার।
  - এই দুয়ের তুলনা অনেকটা কোট এবং অন্তর্বাসের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।
- **অনুচ্ছেদ ২ – দেহাভ্যন্তরস্থ দশ প্রকার বায়ু ...**
  - স্থূল – প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান।
  - সূক্ষ্ম – নাগ, কৃকর, কূর্ম, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়। (তাৎপর্যে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা দেয়া আছে)
- **অনুচ্ছেদ ৩ – এই সমস্ত বায়ু হৃদয়ের কেন্দ্র থেকে উদ্ভুত হয়, যা হচ্ছে এক।**

ভগবানের দিব্য সহায়তা (অনুচ্ছেদ ৩-৪)

- ভগবানকে যারা ভুলে থাকতে চায়, জন্ম-জন্মান্তর ধরে তাঁকে ভুলে থাকতে ভগবানও তাদের সহায়তা করেন। আর যারা তাঁকে স্মরণ করতে চায়, তাঁর ভক্তের সঙ্গ প্রদানের মাধ্যমে ভগবান তাদের আর বেশি করে স্মরণ করতে সাহায্য করেন।
- তেষাং সততযুক্তানাং ... দদামি বুদ্ধিযোগং তং ... গীতা ১০.১০।
- দুটি পাখি আত্মা ও পরমাত্মা দেহরূপ একই বৃক্ষে অবস্থান করছে ...

৩.৬.১০ — দেবতাগণ কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে ভগবানের নিজে নিজে বিচার –

পরমেশ্বর ভগবান বিশ্ব সৃষ্টির দায়িত্বসম্পন্ন সমস্ত দেবতাদের পরমাত্মা। (দেবতাগণ কর্তৃক) এইভাবে প্রার্থিত হয়ে তিনি নিজে নিজে বিচার করেছিলেন, এবং তাঁদের অবগতির জন্য বিরাটরূপের প্রকাশ করেছিলেন।

❁ তাৎপর্য বিচার –

- **সিদ্ধান্ত** – বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কার্যের আশ্চর্যজনক রূপ নিরীক্ষণ করে কারণের মূল্য এবং মহত্ত্ব অনুমান করতে পারে।
  - **বোধগম্যতা** – তাৎপর্য দ্রষ্টব্য।
- গর্বোদ্ধত পি-এইচ. ডি – দের সাথে কূপমণ্ডুক দর্শনের তুলনা ...
  - পি-এইচ. ডি – Plough Department বা হাল চালানোর বিভাগ।

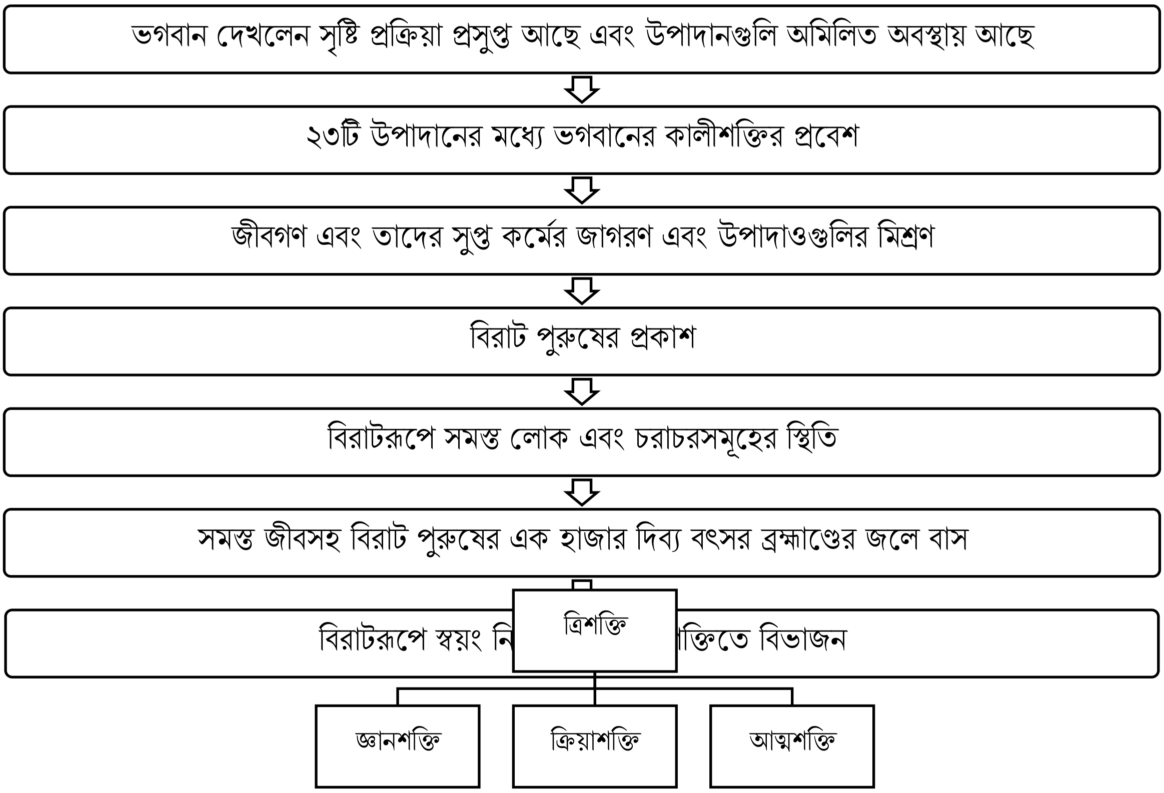

১১-২৬: ভগবানের বিশ্বরূপ থেকে বিভিন্ন দেবতাদের প্রকাশ

🕮 ৩.৬.১১ — ভগবান কর্তৃক বিরাটরূপ প্রকাশ করার পর নিজেকে বিভিন্ন দেবতারূপে পৃথকীকরণ – (মৈত্রেয় তা বর্ণন করতে শুরু করবেন)

মৈত্রেয় বললেন- পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিরাটরূপ প্রকাশ করার পর কিভাবে নিজেকে বিভিন্ন দেবতারূপে পৃথকীকৃত করেছিলেন, তা এখন আপনি আমার কাছে শ্রবণ করুন।

❁ তাৎপর্য বিচার – **দেবতা ও সাধরণ জীবের মধ্যে পার্থক্য ...**

🕮 ৩.৬.১২ — মুখ থেকে অগ্নি বা তাপ –

তাঁর মুখ থেকে অগ্নি বা তাপ পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, সমস্ত লোকপালগণ তাঁদের স্বীয় স্থানসহ তাতে প্রবেশ করলেন। সেই বাকশক্তির দ্বারাই জীব বাক্যের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে।

❁ তাৎপর্য বিচার – **আধিদৈব, আধাত্ম্য এবং আধিভূত** এর সংজ্ঞা ...

🕮 ৩.৬.১৩ — তালু থেকে বরুণ –

যখন বিরাট পুরুষের তালু পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন লোকপাল বরুণ তাতে প্রবেশ করলেন। এইভাবে জীবের জিহ্বার দ্বারা সব কিছুর স্বাদ গ্রহণ করার ক্ষমতা লাভ হয়।

🕮 ৩.৬.১৪ — দুই নাসারন্ধ্র থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় –

ভগবানের দুই নাসারন্ধ্র যখন পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়, তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁদের উপযুক্ত সেই স্থানে প্রবিষ্ট হন। তার ফলে জীব প্রত্যেক বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে।

🕮 ৩.৬.১৫ — চক্ষুদ্বয় থেকে সূর্যদেব –

তারপর, বিরাট পুরুষের চক্ষুদ্বয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়। আলোকের পরিচালক সূর্যদেব দৃষ্টিরূপ নিজ অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন এবং তার ফলে জীব রূপ দর্শন করতে পারে।

📖 ৩.৬.১৬ — ত্বক (চর্ম) থেকে বায়ুর পরিচালক লোকপাল অনিল –

বিরাটরূপ থেকে যখন পৃথকভাবে ত্বকের প্রকাশ হয়, তখন বায়ুর পরিচালক লোকপাল অনিল স্পর্শেন্দ্রিয়সহ তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীবের স্পর্শজ্ঞান লাভ হয়।

📖 ৩.৬.১৭ — কর্ণদ্বয় থেকে দিগদেবতাগণ –

যখন বিরাটরূপের কর্ণদ্বয় প্রকাশিত হয়, তখন দিকসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ স্বীয় শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন, তার ফলে সমস্ত জীব শব্দ শ্রবণ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

❁ তাৎপর্য বিচার – **শ্রবণপন্থা এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের গুরুত্ব ...**

📖 ৩.৬.১৮ — ত্বক (ত্বচ) থেকে স্পর্শের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা –

যখন ত্বক পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন স্পর্শের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা তাঁর অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীবের স্পর্শজনিত সুখ এবং কুণ্ডয়ন বা চুলকানির অনুভব হয়।

❁ তাৎপর্য বিচার – **স্পর্শ ও কণ্ডুয়ন** (ইন্দ্রিয় অনুভূতির দুটি প্রধান বিষয়)।

📖 ৩.৬.১৯ — উপস্থ ইন্দ্রিয় থেকে শুক্ররূপ অংশসহ প্রজাপতি ব্রহ্মা –

সেই বিরাট পুরুষের উপস্থ ইন্দ্রিয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা শুক্ররূপ অংশসহ সেই ইন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হলেন। তার ফলে জীব মৈথুন আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

📖 ৩.৬.২০ — পায়ু থেকে লোকপাল সূর্য –

বিরাট পুরুষের পায়ু পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, পায়ু ইন্দ্রিয়সহ লোকপাল সূর্য তাঁর অধিদেবতারূপে তাতে প্রবিষ্ট হন। তার ফলে জীব মল ত্যাগ করতে সক্ষম হয়।

📖 ৩.৬.২১ — হস্তদ্বয় থেকে ইন্দ্র –

তারপর যখন বিরাট পুরুষের হস্তদ্বয় পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন স্বর্গলোকের শাসক ইন্দ্র তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীব তার জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়।

📖 ৩.৬.২২ — পদদ্বয় থেকে বিষ্ণু নামক দেবতা –

তারপর বিরাটরূপের পদদ্বয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়, এবং তার ফলে বিষ্ণু নামক দেবতা (পরমেশ্বর ভগবান নন) গমনরূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করেন। তার ফলে জীব তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

📖 ৩.৬.২৩ — বুদ্ধি থেকে বোধরূপ অংশসহ বেদের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা –

বিরাটরূপের বুদ্ধি যখন পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন বেদের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা তাঁর বোধরূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করেন। তার ফলে জীব জ্ঞাতব্য বিষয় উপলব্ধি করতে পারে।

📖 ৩.৬.২৪ — হৃদয় থেকে মনরূপ স্বীয় অংশসহ চন্দ্রদেব –

তারপর, বিরাট পুরুষের হৃদয় পৃথকরূপে প্রকাশিত হয় এবং চন্দ্রদেব মনরূপ স্বীয় অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন। জীব সেই মনের দ্বারা সংকল্প আদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

📖 ৩.৬.২৫ — অহঙ্কার থেকে অহং বৃত্তিরূপ অংশসহ অহঙ্কারের নিয়ন্তা রুদ্র –

তারপর, বিরাট পুরুষের অহঙ্কার পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, অহঙ্কারের নিয়ন্তা রুদ্র অহং বৃত্তিরূপ অংশসহ তাতে প্রবিষ্ট হন। সেই অহং বৃত্তির দ্বারা জীব কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে।

❁ তাৎপর্য বিচার – **অহঙ্কার ...**

🕮 ৩.৬.২৬ — চেতনা থেকে আংশিক চেতনাসহ মহত্তত্ত্ব –

তারপর, তাঁর চেতনা যখন ভিন্নরূপে প্রকাশিত, তখন মহত্তত্ত্ব তার আংশিক চেতনাসহ তাতে প্রবেশ করে। এইভাবে জীব বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয়।

২৭-৩৪: লোকসমূহ, জীব এবং বিভিন্ন বর্ণসমূহের বৃদ্ধি

🕮 ৩.৬.২৭ — মস্তক থেকে স্বর্গলোক, পদদ্বয় থেকে পৃথিবী এবং নাভিদেশ থেকে আকাশ –

তারপর, বিরাটরূপের মস্তক থেকে স্বর্গলোক প্রকাশিত হয়, পদদ্বয় থেকে পৃথিবী এবং নাভিদেশ থেকে আকাশ উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত স্থানে জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে দেবতা প্রভৃতি প্রকট হয়।

🕮 ৩.৬.২৮ — সত্ত্বগুণী দেবতা এবং রজোগুণী মানবের বাসস্থান –

সত্ত্বগুণের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে দেবতারা স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত হয়, আর রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানব তাদের অধীনস্থ জীবসহ পৃথিবীতে বাস করে।

❁ **তাৎপর্য বিচার – তিন গুণের প্রভাব ...**

🕮 ৩.৬.২৯ — তমোগুণী রুদ্রপার্ষদদের বাসস্থান –

যে সমস্ত জীব রুদ্রের পার্ষদ, তারা জড়া প্রকৃতির তৃতীয় গুণ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। তারা পৃথিবী এবং স্বর্গলোকের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষে অবস্থিত।

❁ **তাৎপর্য বিচার – তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যাক্তিদের গন্তব্য স্থান।** (তাৎপর্য দ্রষ্টব্য)

🕮 ৩.৬.৩০ — মুখ থেকে বৈদিক জ্ঞান এবং ব্রাহ্মণ –

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বিরাট পুরুষের মুখ থেকে বৈদিক জ্ঞান প্রকাশিত হয়। যাঁরা এই বৈদিক জ্ঞানের প্রতি উন্মুখ, তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ, এবং তাঁরা সমাজের অন্যান্য বর্ণের প্রকৃত শিক্ষক ও পারমার্থিক পথপ্রদর্শক।

❁ **তাৎপর্য বিচার –**

- চারটি বর্ণের আবির্ভাব বিরাট রূপ থেকে। ...
- **বোধগম্যতা** – দেহের প্রতিটি অঙ্গই গুরুত্বপূর্ণ, তবে মুখের গুরুত্ব সবচাইতে বেশি ...
- ব্রাহ্মণের যোগ্যতা ...
- গুরু হওয়ার যোগ্যতা ...

🕮 ৩.৬.৩১ — বাহুযুগল থেকে পালন করার বৃত্তি এবং ক্ষত্রিয় –

তারপর সেই বিরাট পুরুষের বাহুযুগল থেকে পালন করার বৃত্তি এবং সেই বৃত্তির অনুসরণকারী ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হয়। ক্ষত্রিয়দের ধর্ম হচ্ছে চোর এবং দুষ্কৃতকারীদের উপদ্রব থেকে সমাজকে রক্ষা করা।

❁ **তাৎপর্য বিচার –**

- **বোধগম্যতা** – ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে কিভাবে চেনা যায় ? ...
- পুরুষ কে ? ...

🕮 ৩.৬.৩২ — উরুদ্বয় থেকে জীবিকা বৃত্তি এবং বৈশ্য –

সমস্ত মানুষের জীবিকা, অর্থাৎ শস্য উৎপাদন এবং প্রজাদের মধ্যে তার বিতরণ করার বৃত্তি ভগবানের বিরাটরূপের উরুদ্বয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই কার্য সম্পাদন করার ভার গ্রহণ করেন যে সমস্ত ব্যবসায়ী মানুষ, তাঁদের বলা হয় বৈশ্য।

❁ **তাৎপর্য বিচার –**

- বৈশ্য সম্প্রদায়ের কতগুলি শাখা ...

- **বোধগম্যতা** – পুরাকালে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা কেন ব্রাহ্মণেদের প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করতেন ?...

৩.৬.৩৩ — পদদ্বয় থেকে পরিচর্যার বৃত্তি এবং শূদ্র –

তারপর, পরমেশ্বর ভগবানের পদদ্বয় থেকে ধর্ম অনুষ্ঠানের সিদ্ধির জন্য পরিচর্যার বৃত্তি উৎপন্ন হয়। সেই বিরাট পুরুষের পদদ্বয়ে শূদ্রেরা অবস্থিত, যারা সেবা বৃত্তির দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করে।

তাৎপর্য বিচার –

- প্রভুত্ব করার বাসনা – বদ্ধ জীবের মূল রোগ...
- "ব্রাহ্মণ হয়ে সেবা বৃত্তির বিকাশ না করার থেকে শূদ্র হওয়া অনেক ভাল, কেননা সেই মনোভাব ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করে।"
- "আর সমাজের অন্য সমস্ত বর্ণের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের (যাঁরা গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ এবং আচরণের দ্বারা বৈষ্ণব) নির্দেশ অনুসরণ করা।"

৩.৬.৩৪ — পারমার্থিক উপলব্ধি এবং মুক্ত জীবন লাভের জন্য জীবের কর্তব্য –

এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার স্ব-স্ব বৃত্তিসহ সামাজিক বিভাগ পরমেশ্বর ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই পারমার্থিক উপলব্ধি এবং মুক্ত জীবন লাভের জন্য গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে, স্বীয় বৃত্তি আচরণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা কর্তব্য।

তাৎপর্য বিচার – ভগবান কখনও মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারেন না ...

৩৫-৪০: অচিন্ত্য ভগবানের মহিমা বর্ণনায় মৈত্রেয় মুনির নিজেকে অযোগ্য বিবেচনা

৩.৬.৩৫ — বিরাটরূপের দিব্য কাল, কর্ম এবং শক্তির মাহাত্ম্য –

হে বিদুর ! পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রকাশিত বিরাটরূপের দিব্য কাল, কর্ম এবং শক্তির মাহাত্ম্য কে নিরূপণ করতে পারে বা মাপতে পারে ?

তাৎপর্য বিচার – কূপমণ্ডুক দার্শনিক ...

৩.৬.৩৬ — ভগবানের মহিমা কীর্তন করার অনুপ্রেরণা –

তথাপি কীর্তয়াম্যঙ্গ যথামতি যথাশ্রুতম্।
কীর্তিং হরেঃ স্বাং সৎকর্তুং গিরমন্যাভিধাসতীম্॥

আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও, আমার গুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে আমি যতটা শ্রবণ করতে পেরেছি এবং আমি নিজে যা বুঝতে পেরেছি, তার দ্বারা আমি বিশুদ্ধ বাণীর মাধ্যমে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছি। যদি আমি তা না করি, তাহলে আমার বাক্‌শক্তি অসত্য থেকে যাবে।

তাৎপর্য বিচার –

- চেতনার বিশুদ্ধিকরণ ...
- অচেতনতা কৃত্রিম ...
- ভগবানের মহিমা কীর্তনের মনোভাব ... (গবেষণা-প্রসূত নাকি বিনীতভাবে শ্রবণ করার ফল) ...
- সন্ন্যাসীদের ত্রিদণ্ড এবং একদণ্ডের তাৎপর্য ...

৩.৬.৩৭ — মানবজীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি –

একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং
সুশ্লোকমৌলেগুর্ণবাদমাহুঃ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং
কথাসুধায়ামুপসম্প্রয়োগম্॥

পুণ্যশ্লোক ভগবানের কার্যকলাপ এবং গুণাবলী কীর্তন করাই মানবজীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ মহান ঋষিগণ এমনই সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, কেবল তার সমীপবর্তী হওয়ার ফলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

❁ তাৎপর্য বিচার –

- নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের লীলা শ্রবণ করতে ভয় পায় কেন ? ...
- গুণবাদম্ ...

৩.৬.৩৮ — এক সহস্র দিব্য বৎসর ধ্যান করার পর আদি কবি ব্রহ্মার সিদ্ধান্ত –

আত্মনোঽবসিতো বৎস মহিমা কবিনাদিনা।
সংবৎসরসহস্রান্তে ধিয়া যোগবিপক্কয়া॥

হে বৎস ! আদি কবি ব্রহ্মা এক সহস্র দিব্য বৎসর ধ্যান করার পর, কেবল এইটুকুই জানতে পেরেছিলেন যে, পরমাত্মার মহিমা অচিন্ত্য।

❁ তাৎপর্য বিচার –

- কূপমণ্ডুক দার্শনিক ...
- মহাত্মাদের স্বভাব ...

৩.৬.৩৯ — পরমেশ্বর ভগবানের আশ্চর্যজনক শক্তি –

পরমেশ্বর ভগবানের আশ্চর্যজনক শক্তি ইন্দ্রজাল সৃষ্টিকারী মায়াবাদীদের পর্যন্ত সম্মোহিত করে। ভগবানের এই শক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভগবানেরও অজ্ঞাত, অতএব অপর ব্যক্তির আর কি কথা।

❁ তাৎপর্য বিচার –

- কূপমণ্ডুক দার্শনিক বা জল্পনা-কল্পনাকাররীদের সাথে ভগবানের ভক্তের পার্থক্য ...

৩.৬.৪০ — আমাদের করণীয় –

বাণী, মন এবং অহঙ্কার তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণসহ ভগবানকে জানতে অসমর্থ হয়েছে। তাই, আমাদের প্রকৃতিস্থ হয়ে তাঁর প্রতি শুধু আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতে হবে।

❁ তাৎপর্য বিচার –

- ভগবানকে জানা সম্বন্ধে কূপমণ্ডুক দার্শনিকদের আপত্তি এবং তার উত্তর ...
- ভক্ত্যা মামভিজানাতি ...
- নমঃ ...

এই পাঠ সহায়িকায় ব্যাবহৃত বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশের অর্থঃ

- **তাৎপর্য বিচার** → শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য' থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিশ্লেষণ।
- **সিদ্ধান্ত** → গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্ব।
- **বোধগম্যতা** → কোন বিষয়ের প্রকৃত অর্থ।
- **শিক্ষা** → ব্যক্তিগত প্রয়োগমূলক শিক্ষা।

এছাড়াও সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

- শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য'।
- শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী'।

- ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ প্রকাশিত ‘ভাগবত সুবোধিনী’।